19-09-2023 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের পুরুষার্থের দ্বারাই তোমরা কর্মাতীত হবে, সেইজন্যই কখনও নিজেকে মিয়া মিঠ্ঠু (আমি সব জানি) মনে করবে না, স্মরণের শক্তির দ্বারাই ভিতরে যে ঘাটতি গুলি রয়েছে, সে'গুলিকে বের করতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - সকল বাচ্চাদের অবস্থাকে মজবুত করে তোলার জন্য বাবা কি চ্যালেঞ্জ করেন?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, আহার প্রস্তুত করার সময় সম্পূর্ণ স্মরণে থেকে দেখাও – এটাই বাবা বাচ্চাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন। শিববাবার স্মরণে আহার প্রস্তুত করলে শক্তি ভরপুর হয়ে যাবে, অবস্থাও খুব ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। সেইজন্যই একে অপরকে স্মরণ করানোর পুরুষার্থ করো। ডবল সার্ভিস করতে হবে। কর্মের সাথে-সাথে নর থেকে নারায়ণ করে তোলারও সেবা করতে হবে।

*গীতঃ- ধৈর্য্য ধর রে মানব...

ওম্ শান্তি । এ'কথা কে বলেছেন আর কাকে বলেছেন? বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। ভক্তি মার্গে এই গান গাওয়া হয়। যখন পরমপিতা পরমাত্মা আসেন, তিনিই এসে ধৈর্য ধারণ করতে শেখান, আর কোনো মনুষ্য ধৈর্য দিতে পারে না। তোমরা জানো এখন সুখের দিন আসছে। বাবা এসেছেন সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটা হলো দুঃখধাম। এ'সবই ভক্তি মার্গের গান। এখানে বাবা সম্মুখে বসে আছেন। বাচ্চাদের কিছুই বলার দরকার পড়ে না। বাচ্চারা জানে আমাদের সুখের দিন আসছে। আমরা সুখের রাজধানী স্বয়ং শ্রীমত অনুসারে স্থাপন করছি, ডিভাইন মতে চলছি। এক হলো ডিভাইন মত, দ্বিতীয় আনডিভাইন মত। ডিভাইন মত একটাই হয় যাকে শ্রীমত বলা হয়। আনডিভাইন মত অর্থাত্ আসুরিক পতিত মত, ডিভাইন মত অর্থাত্ দৈবী পবিত্র মত। শ্রীমৎ আর আসুরিক মত সম্পর্কে তোমরা বুঝেছো। ডিভাইন বলা হয় পবিত্রতাকে। অনডিভাইন বলা হয় পতিতকে। এটা হলো পতিত দুনিয়া। একজনও পবিত্র মানুষ এখানে নেই। পবিত্র মত প্রদানকারী একজনই তিনি হলেন পতিত-পাবন বাবা। ওঁনাকেই সবাই স্মরণ করে। পবিত্র সৃষ্টি সত্যযুগকে, পতিত সৃষ্টি কলিযুগকে বলা হয়। এখানে সবকিছুই আনডিভাইন। ডিভাইন ফাদার একজনই হন। পতিত দুনিয়াতে কোনো ডিভাইন ফাদার নেই। এটা হলো সঙ্গম যুগ। এই যুগ তোমাদের জন্য, বাদবাকি দুনিয়ার জন্য নয়। দুনিয়া তো মনে করে সঙ্গম যুগ আসতে এখনও অনেক বছর দেরি আছে। বাবা আসেনই পতিত কলিযুগকে পবিত্র সত্যযুগ করে তুলতে। এমনিতে তো কুমার এবং কুমারীরাও ডিভাইন পবিত্র হয় কিন্তু পতিত অবশ্যই হতে হবে। বিকারের দ্বারা জন্ম নিয়ে থাকে সেইজন্যই এই বিকারগ্রস্ত দুনিয়াতে কেউ-ই ডিভাইন হয়না। ডিভাইন বলা হয় নির্বিকারীকে। নির্বিকারী হয় নির্বিকারী দুনিয়াতে। ওটা হলো বাইসলেস, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। যদি সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া হয়, বিকারগ্রস্ত দুনিয়াও তেমনি হবে। এখানে সম্পূর্ণ আনডিভাইন দুনিয়া। সম্পূর্ণ ডিভাইন দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়।

এখন বাচ্চারা তোমাদের ডিভাইন ফাদার ধৈর্যশীল বানিয়েছেন। ডিভাইন জীব আত্মা বলা হয়, কেবল আত্মাকে ডিভাইন বলা যায় না। আত্মারা তো নিরাকার দুনিয়াতে থাকে। ডিভাইন মনুষ্য হয় পবিত্র দুনিয়াতে। এটা হলো অপবিত্র দুনিয়া। অপবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানানো - এটা নিরাকার ডিভাইন ফাদারেরই কর্তব্য। তোমরা বাচ্চারা এখন ধৈর্য ধরো - বাচ্চারা, সত্যযুগ আসছে। সুখধাম স্থাপন করতে সময় তো লাগবে। চট্ করে তো দুঃখধাম বিনাশ হয়ে সুখধাম স্থাপন হবে না। তোমাদেরও দেখো, কত সময় লেগেছে! পতিত সৃষ্টি কত বড়! তোমরাও যোগ্য হয়ে ওঠো। তোমরা নিজেরাই বলবে আমরা এখন স্বর্গে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে উঠিনি। সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে উঠলে তারপর তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু অনেকের মধ্যেই দেহ-অভিমানের কারণে মনে করে যে আমি তো সম্পূর্ণ হয়ে গেছি। আমার শ্রীমতের দরকার নেই সেইজন্য স্মরণ করে না। বাবার স্মরণেই তো শ্রেষ্ঠ হবে। কেউ বলতে পারবে না যে আমি নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করি। মনে মনে কেউ যেন এমন না ভাবে যে আমি তো নিরন্তর স্মরণে থাকি। স্মরণে থাকতে পারলে আর কি চাই। সারাদিন কেউ স্মরণে থাকলে কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। বড় মুশকিল বাবার স্মরণে থাকা। তোমরা পুরুষার্থ করছো - সুখধামে রাজ্য-ভাগ্য নেওয়ার জন্য। নিজেকে দেখতে হবে যদি আমার মধ্যে অনেক বিকার থাকে, ঘাটতি/দুর্বলতা থাকে তবে এতো উচ্চ পদ আমি পেতে পারিনা। নিরন্তর স্মরণের দৌড় লাগাতে পারব না। নিজেকে মিয়া মিঠ্ঠু মনে করবে না যে আমি তো সম্পূর্ণ হয়ে গেছি। সম্পূর্ণ হয়-ই শিবালয় সত্যযুগে। সম্পূর্ণ ভারত শিবালয় হয়ে যায়। সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব চলে। মন্দিরে তো আর রাজত্ব করবে না তাইনা। শিবালয় সত্যযুগে সব দেবী-দেবতারা রাজত্ব করে থাকে তারপর পূজার জন্য মুখ্য লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তৈরি করে তাদের মন্দির নির্মাণ করে। প্রথম নম্বরে যারা

থাকে তাদেরই পূজা করা হয়। এখন তাদের জড় মন্দির আছে। চৈতন্য রূপে যখন রাজত্ব করে তখন তারা বিশ্বের মালিক হয়। যদিও তারা ভারতে রাজত্ব করে কিন্তু বিশ্বের মালিক না ! আর কোনো রাজত্ব থাকে না। এখন আমরা পুনরায় নিজেদের ডিভাইন রাজ্য স্থাপন করছি।

পাবন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য প্রথমে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পরিশ্রম করতে হয়। যতদিন জীবিত থাকবে, স্মরণে থাকতে হবে আর জ্ঞানের বর্সা তো হতেই থাকবে। ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে বোঝান হয়। বাস্তবে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছাড়া ডিভাইন অথবা পবিত্র কাউকে বলা যায় না। বাবা এসে স্বর্গ স্থাপনা করেন তা সত্ত্বেও নরক হয়ে যায়। ড্রামাই সুখ আর দুঃখ নিয়ে তৈরি করা আছে। শঙ্করাচার্য এসে নিজের ধর্ম স্থাপনা করেন তবুও শাখা-প্রশাখা তো পুরানো হবেই তাইনা। সন্ন্যাসীদের মহিমা আছে। রামতীর্থ, বিবেকানন্দ এনাদের স্মরণ করা হয়, কেননা এনারা শঙ্করাচার্যের পরে আসেন। নতুন-নতুন যারা আসে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে শো করায়। কিন্তু একে শিবালয় তো বলা যায় না। শিবের স্থাপন করা সত্যযুগ একটাই। মনুষ্য এই বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানে না। এমনিই শুধু শুনলে কেউ-ই বুঝতে পারবে না। প্রথমে তো ৭ দিন এসে এইম অবজেক্টকে বুঝতে হবে। অন্য কোনো পড়াশোনার জন্য এমন বলা হয় না যে প্রথম ৭ দিন এসে বোঝো। এটা একটাই পাঠশালা যেখানে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। প্রথমে তো ফাদারকে বুঝতে হবে।

বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের সেবা করার জন্য এসেছি। যারা কল্প পূর্বে ছিল, তারাই আসবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয় বুদ্ধি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিতে বসবে না। সেইজন্যই বাবা জিজ্ঞাসা করেন কতখানি নিশ্চয় হয়েছে? এটা কোনো গ্রামের সৎসঙ্গ নয়। অন্যান্য সৎসঙ্গে তো বলা হবে অমুক মহাত্মা গীতা শোনায়, অমুকে বেদ শোনায়। এখানে কোনো মহাত্মা আদি নেই। এখানে তো বাবা বসে বোঝান। প্রথমে যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয় না হবে কি বুঝবে। অন্যান্য সৎসঙ্গ ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে মনে করবে অমুকে বেদ শোনায়, রাজ-বিদ্যা পড়ায়। এখানে তো বেদ-শাস্ত্র অথবা রাজ-বিদ্যার কোনো বিষয় নেই। তোমরা জানো বাবা এনার দ্বারা পড়াচ্ছেন। যতক্ষণ এটা না বুঝবে তো কি করবে? বায়ুমণ্ডলকে আরও খারাপ করে দেবে। এখানেও তোমাদের মধ্যে এমন নয় যে সবাই শিববাবার স্মরণে শোনে এবং বোঝে যে শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা পড়াচ্ছেন, না। শিববাবার পড়াশোনা..... এসব কিছুই বোঝেনা। খুব কমই আছে যারা সঠিকভাবে বুঝতে পারে যে শিববাবা পড়াচ্ছেন - এটা মনে রাখতে হবে আর সারাদিন বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমরা স্টুডেন্টস তবেই নম্বর ওয়ান দাবি করতে পারবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে। বাবা বলেন আমি শিক্ষা প্রদানকারীকে স্মরণ কর। আমি তোমাদের বাবা, টিচার, এবং গুরু। তিনজনকেই একত্রে স্মরণ করতে হবে। লৌকিক সম্বন্ধে বাবা আলাদা, টিচার আলাদা এবং গুরুও আলাদা হয়। এখানে একজনকেই স্মরণ করতে হবে আর সেটাও খুব সহজ। কিন্তু মায়া স্মরণে থাকতে দেয় না। ক্ষণে-ক্ষণেই বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে দেয়। তোমরা বাচ্চারা হয়তো একসাথে বসে থাকবে। মনে করো, কেউ মেশিন চালাচ্ছে অথবা মাখন বের করছে তখন কি শিববাবাকে স্মরণ করে মেশিন চালায়? শিববাবার স্মরণে বাবার যজ্ঞের জন্য মাখন বের করছি। কত খুশি হয়। যজ্ঞের জন্য আহার প্রস্তুত করছি, এতে খুশি হয় তাইনা। কিন্তু এরপরও ক্ষণে-ক্ষণেই ভুলে যায় তারপর আবারও নিজের জন্য পুরুষার্থ করতে হয়। একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পুরুষার্থ করবে এমনও থাকা দরকার। শিববাবাকে স্মরণ করে আহার প্রস্তুত করলে তাতে শক্তি ভরপুর হয়ে যাবে। তোমাদের অবস্থাও খুব ভালো হয়ে যাবে কিন্তু এমনটা হয়না। ব্রহ্মা ভোজনের অনেক মাহাত্ম্য আছে, কিন্তু যখন আত্মা শিববাবার স্মরণে থেকে ভোজন তৈরি করবে। শক্তির ভান্ডারা এমনই হতে হবে। স্মরণে থেকে ভোজন তৈরি করলে তবেই শক্তি পাওয়া যাবে। তাও শক্তিদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। অন্যথায় পুরুষার্থ করো। বাবারও ইচ্ছা হয় নিজের হাতে শিববাবার স্মরণে থেকে আহার প্রস্তুত করতে। প্র্যাকটিস করতে হবে। দেখো, স্মরণ স্থায়ী হয় কিনা। বাবা চ্যালেঞ্জ করেন ভান্ডারাতে যারা আছ, চেষ্টা করে দেখো। বাবা জানেন বাচ্চারা এক ঘন্টার জন্যও স্মরণ করতে পারে না। যারা স্মরণ করে তারা যদি জ্ঞানী হয় তবে তাদের ডবল সার্ভিস করতে লেগে পড়তে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁটাকে ফুলে পরিণত না করা হয় ততক্ষণ কোনো লাভ নেই। রাজত্বের যোগ্য তারাই হয় যারা নর থেকে নারায়ণ করে তোলার সার্ভিস করে। ভাগ্যে যতটুকু আছে পুরুষার্থ করে সে তার ভাগ্য অর্জন করে থাকে। বাবা তো সবাইকেই বলেন যতটা করবে, যা করবে, তার প্রতিদান (ফল) পাবে।

নিজের মোস্ট বিলভেড বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করাতেই পরিশ্রম করতে হয়। বাবাও বলেন আমি অনেক উপায় বের করি কিন্তু হয়না। অনেক পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করতে হয়। পুরুষার্থ করতে-করতে শেষে গিয়ে কর্মাতীত অবস্থা হবে। তারপর সাক্ষাত্কার করতে থাকবে। মায়া আসবে না। এখানে বসে-বসে সব দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকবে। এখন তো টেলিভিশনে দেখছ। টেলিভিশন কোনও দিব্য দৃষ্টি নয়। বিনাশের সাক্ষাত্কার, বৈকুন্ঠের সাক্ষাত্কার

টেলিভিশনে দেখতে পাবে না। যে যত জ্ঞানী আর যোগী হবে তার বৈকুন্ঠের রাজধানী দৃশ্যায়ন হবে। টেলিভিশন ছাড়াই তোমরা জার্মান, লন্ডন ইত্যাদি দেখবে। টেলিভিশন থেকে এই দিব্য চক্ষুর সাক্ষাৎকার ওয়ান্ডারফুল। স্বচ্ছ অন্তর দিয়ে বাবার সার্ভিসে লেগে পড়তে হবে তবেই মজা আছে। বুদ্ধিও বলে শেষে বাবা খুব খাতির যত্ন করবেন। ঘোরানো, ভ্রমণ করানো, আপ্যায়ন করা একে আতিথেয়তা বলে না ! এমন হওয়ার জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। যিনি যোগ্য করে তোলেন তাঁকে স্মরণ করলেই তোমরা যোগ্য হয়ে উঠতে থাকবে। যত স্মরণ করবে আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাবে ততই লাভ হবে। বীজকে স্মরণ করলে বৃক্ষও স্মরণে আসবে। এ'সব বিষয়ে তোমরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। এই স্মরণ এবং জ্ঞান দ্বারা আমরা এতোটাই সঞ্চয় করে থাকি। ওখানে বুঝতেই পারা যাবে না যে এই উত্তরাধিকার কোথা থেকে প্রাপ্তি হয়েছে। ওখানে থোড়াই বুঝতে পারে যে এই উপার্জন আমাদের সঙ্গম যুগের। বাদশাহী পাওয়া যায়। তোমরা সবসময় সুখে থাকো। মঞ্জিল অনেক উঁচু। এখন তোমরা ডিভাইন হচ্ছো। সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন আনডিভাইন। তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা ডিভাইন হচ্ছ। মনুষ্যকে দেবতা বানানো একজনই গডফাদার আছেন। ফাদার শব্দটা বলা খুব সহজ। কোনো বয়স্ক বৃদ্ধ ব্যক্তি দেখলে তাকে বাবা বা পিতাজী বলা হবে। কোনো বৃদ্ধ আরেকজন বৃদ্ধকে দেখলে ভাই মনে করবে। ছোট, বড়কে দেখলে বাবা মনে করবে। নিরাকার বাবার সম্পর্কে তো কেউ-ই জানে না। শুধুই গডফাদার বলে থাকে। এটা বোঝে না যে আমরা আত্মা, আর উনি হলেন আমাদের পিতা। বাবা অবশ্যই উত্তরাধিকার দেবেন। এখন তোমরা জানো আমাদের পিতা উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। এই বর্সার জন্যই আমরা বারবার তাঁকে আহ্বান করতাম, প্রার্থনা করতাম। এখন তিনিই আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন। এখন আমরা প্রার্থনা অথবা ভক্তি করা থেকে মুক্তি পেয়েছি। বড় মজার এই নলেজ। তোমরা বলেও থাকো তুমি আমাদের অসীম জগতের পিতা এরপর আমাকে ছেড়ে লৌকিক পিতার প্রতি বুদ্ধি কেন যায়? কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকলে বুদ্ধিতেও বসে না। স্বয়ং-ই বলে আমার ভাগ্যে রাজযোগের বাদশাহী নেই, তো বাবা কি করবেন ? কেন ভাগ্য তৈরি করছো না? ভাগ্য তৈরি করার জন্য তো কারো মানা নেই। ভাগ্যে নেই সুতরাং বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। তারপর মায়া বিড়াল তাদের বুদ্ধিতে বিভ্রান্তি তৈরি করে দেয়। বাবাও বা কি করবেন ? মায়া বিড়ালের উপরে জয়লাভ করতে হবে। কাজকর্ম করার সময়ও শিববাবার স্মরণ থাকলে অনেক লাভ হবে। এক মিনিটও স্মরণ করলে অনেক লাভ হতে পারে। একে অপরকে সাবধান করো। তারপর কেউ মানুক বা না মানুক। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) একে অপরকে বাবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা, টিচার, সদ্গুরু তিনজনকেই একসাথে স্মরণ করতে হবে। আহার প্রস্তুত করার সময় বা খাওয়ার সময় স্মরণে অবশ্যই থাকতে হবে।

২) স্বচ্ছ অন্তরে বাবার সার্ভিসে লেগে পড়তে হবে। কাঁটা থেকে ফুল, মনুষ্যকে দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- ব্যক্ত ভাবের ঊর্ধ্বে থেকে ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকা সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত ভব

দেহের ধরনী হলো ব্যক্ত ভাব, যখন ফরিস্তা হয়ে গেছো এরপর দেহের ধরনীতে কিভাবে আসতে পারো । ফরিস্তা পৃথিবীতে পা রাখে না। ফরিস্তা অর্থাৎ যে উড়তে পারে। তাদের নিচের আকর্ষণ টানতে পারে না। নিচে থাকলে শিকারী শিকার করবে, উপরে উড়তে থাকলে কেউ-ই কিছু করতে পারবে না। সেইজন্য যত সুন্দর সোনার খাঁচাই হোক না কেন তাতে ফেঁসে যাওয়া উচিত নয়। সদা স্বতন্ত্র, বন্ধনমুক্তই উড়তি কলায় যেতে পারে।

স্লোগানঃ- অসম্ভবকে সম্ভব করে সফলতার অনুভূতি যারা করে তারাই হলো সফলতার নক্ষত্র।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;